সূরা আশ্ শাম্স-৯১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবুওয়তের প্রথম বছরে বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে এর অবতরণ কাল নির্ধারণ করেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ৮৯ থেকে ৯৩ পর্যন্ত পাঁচটি সূরার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। এ পাঁচটি সূরাতেই উন্নত নৈতিক মান অর্জনের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষত যে সকল নৈতিক গুণ জাতির সমন্বিত ও সার্বিক কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে। মুসলিম সমাজকে জোরালো উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন সমাজে এমন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে যাতে গরীব-দুঃখী, এতীম-কাঙ্গাল ও পতিত-অবহেলিতরা সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলাফেরা ও কাজকর্মের সুযোগ পায় এবং নিজেদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে। তারা উন্নত হলেই সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্ববর্তী সূরাতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কত বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যে নবীর কথা ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেই নবী (সাঃ) ও তাঁর উচ্চ নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধ এ সূরাতে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাটির শেষ দিকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, নৈতিক উচ্চমান লাভ করা কারো পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয়। যে ব্যক্তি মন্দকে পরিত্যাগ করে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে ছাড়া অন্য পথে চলে না, সে-ই উচ্চ নৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সূরাটি এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে, যারা ঐশী বিধানকে অমান্য করার পথ বেছে নেয় এবং মন্দ কাজ করতে থাকে তারা নিজেদের হাত দিয়েই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে।

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتَّ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আশ্ শাম্স-৯১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②

★২। সূর্যের[৩৩৫৪] এবং এর রশ্মি বিকিরণ আরম্ভ করার সময়ের[৩৩৫৫] কসম।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③

৩। আর চন্দ্রের[৩৩৫৬] (কসম) যখন তা এ (সূর্যের) অনুসরণ করে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ④

৪। আর দিনেরও (কসম)[৩৩৫৭] যখন তা এ (সূর্যকে) উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤

৫। আর রাতেরও[৩৩৫৮] (কসম) যখন তা এ (সূর্যকে) ঢেকে দেয়।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১।

৩৩৫৪। কুরআনের কসমসমূহের অন্তরালে গভীর অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। ঐশী বিধান আল্লাহ্র কাজের দুটি দিক নির্দেশ করে ঃ (ক) যা সুস্পষ্ট, (খ) যা ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানো হয়। প্রথম দিকটি স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য, দ্বিতীয়টি বুঝতে ভুলের অবকাশ থাকে। আল্লাহ্র কসমে যা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য তা থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার দিকে আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। ২ থেকে ৭ আয়াত পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্যের, দিন-রাত্রির, আকাশ-পৃথিবীর কসম স্পষ্ট ও সহজবোধ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কেননা এদের প্রাকৃতিক রূপ ও গুণাগুণ সকলেরই জানা। কিন্তু মানুষের আত্মিক রাজ্যের ক্ষেত্রে এসব বস্তু আর ওদের গুণাগুণ স্পষ্ট ও দৃষ্ট নয়। মানুষের আত্মার রাজ্যে এ সকল বস্তু এবং এদের গুণরাজির অস্তিত্বের দিকে আমাদের চিন্তাকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাঁর এ সকল সুস্পষ্ট সৃষ্টিকে আমাদের সম্মুখে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেছেন। টীকা ২৪৬৫ দেখুন।

৩৩৫৫। এ আয়াতে 'সূর্য' দ্বারা আধ্যাত্মিক বিশ্বের সূর্য হযরত নবী আকরম (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। তিনিই সকল আধ্যাত্মিক আলোর উৎস এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জ্যোতিই বিশ্বকে জ্যোতিষ্মান করে রাখবে।

৩৩৫৬। এখানে 'চন্দ্র' দ্বারাও মহানবী (সাঃ)কে বুঝাতে পারে। কেননা তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে আলো পেয়ে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে তা বিচ্ছুরিত করেছেন। অথবা 'চাঁদ' বলতে যুগের ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক মুজাদ্দেদগণকে, বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতিনিধি মহান প্রতিশ্রুত মসীহ্কে (আঃ) বুঝাতে পারে, যাঁরা প্রত্যেকেই মহানবী (সাঃ) থেকে সত্যের জ্যোতি আহরণ করে বিশ্বের নৈতিক পতনের সময় তা বিশ্বময় ছড়াবেন এবং জগতের আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করবেন।

৩৩৫৭। 'দিন' দ্বারা ঐ সময়কে বুঝিয়েছে যখন ইসলামের বাণী ও নবী করীম (সাঃ) এর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। এ আয়াতটি বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে, ইসলামের আলো যখন চতুর্দিকে কিরণ বিতরণ করে দূর-দূরান্তের দেশগুলোকে পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

৩৩৫৮। 'রাত' দ্বারা মুসলিম জাহানের অবনতি ও অধঃপতনের সময়কে বুঝিয়েছে, যখন ইসলামের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তা বিশ্বের চোখে প্রচ্ছন্ন ও অন্ধকার বলে প্রতিভাত হতে লাগলো। এ চারটি আয়াত (২ থেকে ৫) ইসলামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের চারটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়কে বুঝিয়েছে। (১) নবী করীম (সাঃ) এর সময় যখন আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী স্বয়ং) বিশ্বের আধ্যাত্মিক আকাশে বিদ্যমান থেকে বিশ্বকে উজ্জ্বল আলো বিতরণ করেছিলেন, (২) নবী করীম (সাঃ) এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহের সময়, যখন

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬। আর আকাশ[৩৩৫৯] ও এর (বিস্ময়কর) নির্মাণের (কসম)। وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٦

৭। আর পৃথিবীর এবং এর (বিশাল) বিস্তৃতির (কসম)। وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٧

৮। আর মানবাত্মার ও একে নিখুঁত করে বানানোর (কসম)[৩৩৫৯-ক]। وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٨

৯। কেননা তিনি এ (আত্মার) প্রকৃতিতে (এর জন্য) ভালমন্দ (বিচার করার যোগ্যতা) প্রোথিত করে দিয়েছেন[৩৩৬০]। فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٩

★ ১০। যে ব্যক্তি এর উৎকর্ষ সাধন করেছে সে অবশ্যই সফল হয়েছে। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝١٠

১১। আর যে একে কলুষিত করেছে সে নিশ্চয় ব্যর্থ হয়েছে। وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١١

১২। সামূদ (জাতি) তাদের ঔদ্ধত্যে (যুগনবীকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١٢

১৩। তাদের সবচেয়ে বড় হতভাগা যখন (যুগনবীর) বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٣

তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে আলো আহরণ করে অন্ধকার জগতে তা প্রতিফলিত করেছেন, (৩) খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য খলীফাগণের সময়, যখন ইসলামের আলো চারদিকে ছড়াচ্ছিল, (৪) ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল তিনটি শতাব্দীর পরে আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতি ও অন্ধকারের সুদীর্ঘ অমানিশার সময়।

৩৩৫৯। 'মা' এখানে ও পরবর্তী দু' আয়াতে 'মাস্‌দারীইয়া' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এর দ্বারা 'আল্লাহ্' তিনি (যিনি) কে বুঝিয়েছে। অতএব এ আয়াতগুলোতে বিশ্ব-জগতের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অথবা এ অকল্পনীয় মহাবিশ্ব-মহাকাশ সৃষ্টির অনবদ্য ও অপূর্ব কলাকৌশল ও ত্রুটিহীন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩৩৫৯-ক। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ মহাকাশে বস্তু-নিচয় যথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নিজ নিজ গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সেবায় নিয়োজিত রেখেছে (এ কথার ইঙ্গিত এ সূরার দশম আয়াতে রয়েছে)। এরা এ সাক্ষ্য দান করে, মানুষকেও এসব গুণাবলী দিয়ে বরং আরো উচ্চতর গুণাবলী দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে। বস্তুত মানুষ একটি ক্ষুদ্র-বিশ্ব বিশেষ। বহির্বিশ্বে যা কিছু আছে তার সব কিছুই ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যে আছে। সূর্যের মতই মানুষও পৃথিবীকে জ্যোতি প্রদান করে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে। চন্দ্রের মতই মানুষ মূল উৎস থেকে আলো, অনুপ্রেরণা ও ঐশী-বাণী আহরণ করে অন্ধকারাচ্ছন্নদের মধ্যে বিতরণ করে। দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে সে অপরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়। রাত্রির মত সেও অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, অন্যের বোঝা লাঘব করে এবং ক্লান্ত-শ্রান্তদের শ্রান্তি-দূর করে। আকাশের মত সে দুঃখ-ক্লিষ্ট আত্মাকে আশ্রয় দেয় এবং শান্তিদায়িনী বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। মাটির পৃথিবীর মত বিনয় ও নম্রতার সাথে সে মানব হিতৈষণার খাতিরে নিজে সকলের পদতলে পিষ্ট হতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার পবিত্রকৃত আত্মা থেকে সত্য ও জ্ঞানের বহুবিধ বৃক্ষ জন্মায়, যার ছায়া ও ফল-ফলাদি বিশ্ব ভোগ করে। ধর্মসাধক এবং ঐশী সংস্কারকগণ এরূপই হয়ে থাকেন। এ চিত্রই তাঁদের বিশ্বরূপ। এদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র চিরশান্তি ও চিরকল্যাণ বর্ষিত হোক)।

৩৩৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। তখন আল্লাহ্‌র রসূল তাদের বললো, 'আল্লাহ্‌র উটনী[৩৩৬১] ও এর পানি পানের অধিকার সম্পর্কে (সাবধান) থেকো'!

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾

★ ১৫। তবুও তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং এর (অর্থাৎ উট্‌নীর) পিছনের পায়ের রগ কেটে দিল। অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদেরকে (মাটিতে) মিশিয়ে দিলেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۫ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٥﴾

[১৬] ১৬। আর তিনি তাদের পরিণাম[৩৩৬১-ক] সম্বন্ধে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٦﴾

৩৩৬০। মানুষের প্রকৃতিতেই আল্লাহ্ তাআলা এমন অনুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান প্রোথিত করে দিয়েছেন যা দিয়ে সে ভালমন্দ বাছ-বিচার করতে পারে। তার মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, সে যদি মন্দ ও অন্যায়কে প্রতিহত ও দমন করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে তাহলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

৩৩৬১। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ্ (আঃ) তাঁর উটনীতে চড়ে ধর্ম প্রচারের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। তাঁর উটনীর মুক্তভাবে চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করা বস্তুত হযরত সালেহ্ (আঃ) এর প্রচার-কার্যে বাধা দান করা এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাঁকে নিরস্ত ও অকৃতকার্য করা। অবশ্য রূপক অর্থে হযরত সালেহ্ (আঃ) স্বয়ং অন্যান্য নবীর মত আল্লাহ্‌র এক উটনী।

৩৩৬১-ক। কোন জাতি যখন নিজের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ডেকে আনে এবং ধ্বংস হয় তখন যারা বেঁচে যায় তাদের জন্য আল্লাহ্ কোন পরওয়া করেন না। অথবা এ অর্থও হতে পারে, শাস্তি-প্রাপ্তি ও ধ্বংসের পরে তারা যে অসীম দুর্গতি ও নিরতিশয় সম্বলহীন অবস্থার সম্মুখীন হয় তাতেও আল্লাহ্‌র কিছুই যায় আসে না।